শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫

নির্বাচন পরিচালনা নীতিমালা

১. ভোটার তালিকা প্রণয়ন

১.১. নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। খসড়া ভোটার তালিকায় কোনো সংশোধনী থাকলে তা হল কর্তৃপক্ষ/রিটার্নিং অফিসারের সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে।

১.২. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরেও তালিকায় যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে তা সংশোধন করার অধিকার নির্বাচন কমিশন সংরক্ষণ করে।

১.৩. নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিকট তা সরবরাহ করবে।

২. রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ

২.১. হলসমূহের প্রভোস্টগণ সংশ্লিষ্ট হলে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং অফিসার নিয়োগ করবেন।

২.২. নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করবে।

৩. নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ

৩.১. বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২. ভোটারের সংখ্যা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুথ স্থাপন করবেন।

৪. মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদান

৪.১ শাকসু ও হল সংসদের পদের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত তফসিল অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে সংগ্রহ করা ও জমা দেয়া যাবে। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানকালে আচরণবিধি মানতে হবে।

৪.২ শাকসু নির্বাচনে পদসমূহের জন্য ৩০০(তিনশত) টাকা ও হল সংসদ নির্বাচনে পদসমূহের জন্য ২০০ (দুইশত) টাকা সোনালী ব্যাংক পিএলসি, শাবিপ্রবি শাখার ৫৬৩২৫০২০০১১৯৮ (হিসাবের নামঃ শাকসু নির্বাচন ২০২৫) হিসাব নম্বরে জমা দিয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় (আই আই সিটি ভবন) থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় ব্যাংক রশিদ জমা দিতে হবে।

৪.৩ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীগণ, যাদের নাম হলের ভোটার তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে তারা প্রার্থী হতে পারবে। প্রস্তাবক ও সমর্থকদের নামও ভোটার তালিকায় থাকতে হবে।

৪.৪ শাকসু ও হল সংসদের পদসমূহের মধ্যে একজন ভোটার কেবলমাত্র একটি পদের জন্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

৪.৫ মনোনয়নপত্রে প্রার্থীসহ প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর প্রয়োজনীয় তথ্য মনোনয়ন ফর্মের নির্ধারিত স্থানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। হল সংসদের প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হলের ভোটার হতে হবে।

৪.৬ মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

ক) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনের কপি

খ) প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থকের আইডি কার্ডের কপি

গ) ডোপ টেস্টের রশিদ (শাবিপ্রবির বি এম বি বিভাগ থেকে ডোপ টেস্ট করাতে হবে। নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করবে)

ঘ) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

৫. মনোনয়নপত্র বাছাই, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার

৫.১ নির্বাচন কমিশন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের এবং রিটানিং অফিসার হল সংসদের মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ, যাচাই-বাছাই, আপীল ও নিস্পত্তি চুড়ান্ত করবে।

৫.২ শাকসুর ক্ষেত্রে বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.৩ হল সংসদের ক্ষেত্রে বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। যাচাই-বাছাই অন্তে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিবেন। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হল সংসদ সভাপতি বরাবর আপিল করা যাবে। এ বিষয়ে হল সংসদ সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.৪ মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কালে প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৫.৫ স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখিতভাবে প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে উপস্থিত হয়ে তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। প্রার্থীর স্বাক্ষর ও প্রয়োজনীয় বিষয় নিশ্চিত হয়ে নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫.৬ কোন পদে প্রার্থী না থাকলে পদটি শূণ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫.৭ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশকালে কোন পদে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী না থাকলে ঐ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

৫.৮ লটারীর মাধ্যমে ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের ক্রমধারা নির্ধারিত হবে।

৬. ভোট গ্রহণ, ভোট প্রদান পদ্ধতি ও ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা

৬.১ প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোটের দিন সকালে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে নির্ধারিত সময়ে ব্যালট, ব্যালট বাক্স ও অন্যান্য নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করবেন। নির্বাচনে প্রার্থীদের কোন প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে না, বরং প্রার্থীর নামের পাশে নির্ধারিত বক্সে OMR শীটে ক্রস (X) চিহ্নের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

৬.২ ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থী ও ভোটারকে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

৬.৩ রিটার্নিং অফিসারের সহযোগিতায় প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ দায়িত্ব পালন করবেন।

৬.৪ কোনো প্রার্থী তার পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট দিতে চাইলে নির্বাচন শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে রিটার্নিং অফিসার (হল সংসদের ক্ষেত্রে) এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার (শাকসুর ক্ষেত্রে) বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। নির্বাচনী এজেন্টকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হলের ভোটার হতে হবে।

৬.৫ নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটারের পরিচয় জেনে নিশ্চিত হলে স্বাক্ষর নিয়ে OMR শীট/ব্যালট প্রদান করবেন। ভোটার ভোট প্রদানের পর নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সে যত্নের সাথে OMR শীট প্রবেশ করাবেন। কোনক্রমেই OMR শীটকে ভাজ করা যাবে না। OMR শীটে ক্রস (X) চিহ্ন কাটাকাটি হলে ঐ অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.৬ প্রতিবন্ধী ভোটার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে ভোট দিতে পারবে।

৬.৭ শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য আলাদা আলাদা OMR/ব্যালট থাকবে। শাকসুতে একটি পদের জন্য একটি ভোট এবং নির্বাহী সদস্যদের জন্য সর্বোচ্চ ৫টি ভোট দেয়া যাবে। হল সংসদেরও একটি পদের জন্য একটি ভোট ও সদস্যের জন্য সর্বোচ্চ ৩টি ভোট দেয়া যাবে। এ সংখ্যার চেয়ে বেশী হলে সংশ্লিষ্ট পদের ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.৮ নির্বাচনী এজেন্ট কোনো বিষয়ে ভোটারের সাথে তর্ক-বিতর্ক না করে প্রয়োজনে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উপস্থাপন করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬.৯ কোন OMR শীট/ব্যালট পেপার ব্যবহার অনুপযোগী হলে (অনিচ্ছাকৃত) প্রিজাইডিং অফিসার অন্য একটি OMR শীট/ ব্যালট পেপার ইস্যু করতে পারবেন। নষ্ট OMR শীট/ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করে বাতিল করবেন। কোন OMR শীট/ব্যালট পেপার বাক্সে না ফেললে কিংবা তা পরে পাওয়া গেলে প্রিজাইডিং অফিসার তা স্বাক্ষর করে বাতিল করবেন। সকল নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার সীলমোহর করে আলাদা প্যাকেটে রাখবেন ও রিটার্ন পেপারে তা উল্লেখ করবেন।

৬.১০ নির্বাচনের দিন রিটার্নিং অফিসার অনিবার্য কারণবশত ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভবপর না হলে, ভোটগ্রহণ স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন বরাবর রিপোর্ট করবেন। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬.১১ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তের পরও ভোট কেন্দ্রের বেষ্টনীর মধ্যে থাকা ভোটারগণের ভোট গ্রহণ করা হবে। কোন ভোটারকে নির্দিষ্ট সময়ের পরে বেষ্টনীতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

৬.১২ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োগ করতে পারবে।

৭. ভোট গণনা, ফলাফল ঘোষণা, নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি ও নির্বাচনী কাগজপত্র সংরক্ষণ

৭.১. ভোট গ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভোট বাক্স সিলগালা করবেন। সকল ভোট কক্ষের ব্যালট বাক্স সংগ্রহ করে প্রিজাইডিং অফিসার বরাবর জমা দিবেন।

৭.২. প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে ভোট বাক্স খুলে পৃথক পৃথকভাবে OMR মেশিন দ্বারা গণনা ও সফ্টওয়ার এর মাধ্যমে প্রিজাইডিং অফিসার ফলাফল প্রস্তুত করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেজাল্ট শীটে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং প্রার্থীর এজেন্টদের (উপস্থিত থাকলে) স্বাক্ষর গ্রহণ শেষে সকল ব্যালট পেপার প্যাকেটজাত করে সংরক্ষণ করবেন। গণনাকৃত ভোট যুক্তিসংগত কারণে প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিটার্নিং অফিসার পুনঃগণনা করতে পারবেন। ভোট গণনার ফলাফল শীট প্রস্তুত করে তা এজেন্টকে প্রদান করা যাবে।

৭.৩ পৃথক পৃথক প্যাকেটে ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র প্যাকেটজাত করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করবেন।

৭.৪ হল সংসদের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত ফরমে পদভিত্তিক প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখসহ ফলাফল প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করে সংসদের সভাপতি/প্রভোস্ট বরাবর প্রেরণ করবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট ফলাফল ঘোষণা করবেন। প্রভোস্ট ঘোষিত ফলাফল নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় শাকসু নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

৭.৫ রিটার্নিং অফিসার শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ফলাফল (নির্ধারিত ফরমে পদভিত্তিক প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখসহ) নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অনুষ্ঠানিকভাবে চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত করবেন।

৭.৬ নির্দিষ্ট সময়ের পরে কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমত নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র/দলিলাদি সংরক্ষণ/ বিনষ্ট করবেন।

৮ অপরাধ ও দন্ড

৮.১ যদি কোন শিক্ষার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, যেমন নির্বাচনী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে বা প্রার্থীর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে, যা সে প্রমাণে ব্যর্থ হয়, মিথ্যা বিবৃতি দেয়, প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে বিবৃতি দেয়, ভোট দানে বিরত থাকতে বাধ্য করে যা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয় এমন কোনো কাজ করে তাহলে ঐ কার্যক্রম নির্বাচনী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৮.২. নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৮.৩ নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করতে পারবে।

৩০/১১/২০২৫

(প্রফেসর ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ)

প্রধান নির্বাচন কমিশনার

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫